গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-২
www.rdcd.gov.bd

"বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন"

স্মারক নং- ৪৭.০০.০০০০.০৩৮.১৪.০১১.১৮-৩৪

তারিখঃ ০১ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৫ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আবর্তক ঋণ তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০৫০.২২.০০১.১৭.৭৬,তারিখ:১৩/৪/২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত আবর্তক ঋণ তহবিল পরিচালনার নির্দেশিকাটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

15.06.2021

(মোহাম্মদ আরিফুল হক)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪৫
plan2.section@rdcd.gov.bd

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাক
০৪। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। অফিস কপি।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আবর্তক ঋণ সহায়তা তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা

ভূমিকাঃ

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি উন্নত শংকর জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত দুধের বাজার সুবিধা সৃষ্টি, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ, গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে জুলাই, ২০১৬ ৩০ জুন, ২০২১ মেয়াদে ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ (একশত একান্ন কোটি সাতান্ন লক্ষ তিন হাজার) টাকা ব্যয়ে দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচিত ২৫ টি জেলার ৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ জন সদস্যকে ১২০.০০ কোটি (একশত বিশ কোটি) টাকার সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের সম্পদ সহায়তা তহবিল প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী সময়ে সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আবর্তক ঋণ সহায়তা তহবিল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। উক্ত ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করা হ'ল।

(ক) আবর্তক তহবিল পরিচালনা পদ্ধতিঃ

১। তহবিলের শিরোনাম ঃ দুগ্ধ সমবায় উন্নয়ন আবর্তক তহবিল।

২। তহবিলের উৎস ঃ "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" প্রকল্পের ১২০.০০ কোটি (একশত বিশ কোটি) টাকার সম্পদ সহায়তা তহবিল।

৩। তহবিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ক) "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তির পরে প্রকল্পের আওতায় গৃহিত সম্পদ সহায়তা কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

খ) প্রকল্পের আওতায় গৃহীত গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।

৪। তহবিল ব্যবহার এলাকা ঃ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৫টি জেলার নিম্নোক্ত ৫০ টি উপজেলা।

১.	ঢাকা	ফরিদপুর	(১)ফরিদপুর সদর (২)মধুখালী
২.		রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
৩.		গোপালগঞ্জ	(১) গোপালগঞ্জ সদর (২) টুঙ্গীপাড়া (৩) কোটালীপাড়া (৪) মুকসুদপুর
৪.	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	(১) ফুলবাড়িয়া (২) ত্রিশাল
৫.		জামালপুর	(১) জামালপুর সদর (২) মাদারগঞ্জ
৬.		শেরপুর	(১)শেরপুর সদর (২) নকলা (৩) শ্রীবরদী
৭.	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	(১) চাঁদপুর সদর (২) মতলব উত্তর
৮.		ফেনী	ফেনী সদর
৯.	বরিশাল	বরিশাল	(১) আগৈলঝাড়া (২) গৌরনদী
১০.	খুলনা	খুলনা	(১) ডুমুরিয়া (২) বটিয়াঘাটা
১১.		বাগেরহাট	(১) মোল্লারহাট (২) চিতলমারি

01

ক্রঃ নং		জেলার নাম	উপজেলার নাম
১২.		সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর
১৩.		যশোর	(১)অভয়নগর, (২)ঝিকরগাছা (৩)কেশবপুর
১৪.		মাগুড়া	(১)মাগুড়া সদর, (২)মোহাম্মদপুর
১৫.	রাজশাহী	রাজশাহী	(১)রাজশাহী সদর (২) গোদাগাড়ি.
১৬.		চাপাঁইনবাব গঞ্জ	চাপাঁইনবাবগঞ্জ সদর
১৭.		নাটোর	(১) নাটোর সদর (২) বাগাতিপাড়া
১৮.		সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর
১৯.	রংপুর	রংপুর	(১) গঙ্গাচরা (২) পীরগঞ্জ
২০.		কুড়িগ্রাম	(১) কুড়িগ্রাম সদর (২) ভুরুঙ্গামারি
২১.		লালমনিরহাট	(১) পাটগ্রাম (২) হাতিবান্ধা
২২.		নীলফামারী	(১) নীলফামারী সদর (২) ডিমলা
২৩.		গাইবান্ধা	(১) সাদুল্লাপুর (২) সাঘাটা
২৪.		দিনাজপুর	(১) দিনাজপুর সদর (২) চিরিরবন্দর
২৫.		পঞ্চগড়	(১) পঞ্চগড় সদর (২) বোদা (৩) দেবীগঞ্জ

৫। তহবিল পরিচালনা ঃ প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রতিটি উপজেলায় তহবিলের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা হবে। ব্যাংক হিসাব "দুগ্ধ সমবায় উন্নয়ন আবর্তক তহবিল" শিরোনামে উপজেলা ও জেলা সমবায় অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৬। উপকারভোগী ঃ প্রকল্পের ডিপিপি মোতাবেক এ তহবিল ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন। সে ধারাবাহিকতায় এ তহবিলের সুবিধাভোগী হবে "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় গঠিত ১০০টি সমবায় সমিতির বিদ্যমান ও ভবিষ্যত সদস্যগণ যারা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, কর্মক্ষম বয়সের পরিশ্রমী, নিজ ঘরে বসবাসকারী ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন সুবিধাবঞ্চিত মহিলা এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ডেইরী এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ও সম্প্রসারণমূলক কাজে উদ্যোগী সমবায় সমিতি।

৭। নতুন উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি ঃ সমিতির কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন উপকারভোগী নির্বাচন করে সমিতির সদস্যভুক্ত করা যাবে। উপকারভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে প্রাধান্য দিতে হবে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরে সমিতির নতুন সদস্য হতে আগ্রহী ব্যক্তিগণের তালিকা উপজেলা সমবায় অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। তালিকাভুক্ত নতুন উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরন করতে হবে (পরিশিষ্ট-ক,খ)। তবে এক্ষেত্রে চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক।

৮। সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ঃ শংকর জাতের ২টি বকনা ক্রয়ের জন্য একজন উপকারভোগী সদস্য সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ সহায়তা পাবেন। তবে খামার বা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে উপযুক্ততা বিবেচনায় ঋণ সহায়তার পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

৯। ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা ঃ সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির নিয়মিত সদস্য হতে হবে। হালনাগাদ শেয়ার ও সঞ্চয় পরিশোধিত হতে হবে। ২য় ও ৩য় বার ঋণ সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধিত হতে হবে।

১০। ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ঃ ক) ঋণ প্রাপ্তির জন্য সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করবেন। (পরিশিষ্ট-গ)

খ) সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সভাপতি এবং উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা আবেদনকারীর যোগ্যতা ও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে সুপারিশসহ ঋণের আবেদন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ জেলা সমবায় অফিসার এর নিকট প্রেরণ করবেন।

গ) আবেদিত ঋণ মঞ্জুরীর টাকা উপজেলা ও জেলা সমবায় অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব হতে একাউন্ট পেয়ী ব্যাংক চেকের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।

ঘ) ঋণ গ্রহিতা ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ ব্যবহার ও পরিশোধ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ঋণ গ্রহণ করবেন (পরিশিষ্ট-খ)। নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এর খরচ ঋণগ্রহিতা বহন করবেন। উল্লেখিত স্ট্যাম্পে নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী উল্লেখ করতে হবেঃ-

(১) ঋণ বিতরণকারী হিসেবে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের নামে উন্নত জাতের বকনা/গাভী ক্রয়ের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা একাউন্ট পেয়ী ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে প্রদান করবেন।

(২) বকনা/গাভী ক্রয় ও দুগ্ধ উৎপাদন ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা ব্যবহার করা যাবে না।

(৩) ২য় পক্ষ ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস অতিবাহিত হওয়ার পর মাসিক ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা হারে কিস্তিতে ঋণের আসল টাকা পরিশোধ করবেন।

(৪) ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমার আগেও ইচ্ছা করলে কোন ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন।

(৫) ২য় পক্ষ গৃহীত ঋণের উপর বাৎসরিক ৪% হারে সার্ভিস চার্জ ১ম কিস্তির সাথে এককালীন পরিশোধ করবেন।

(৬) ঋণ গ্রহিতা সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনাদায়ী ঋণের উপর অতিরিক্ত বাৎসরিক ১% জরিমানা হিসেবে পরিশোধ করতে হবে।

(৭) ২য় পক্ষ ঋণ ও সার্ভিস চার্জের অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ১ম পক্ষের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে ১ম পক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তির মাধ্যমে জমা করবেন।

(৮) ১ম পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ঋণের অর্থ ব্যবহার, আদায় ও পরিশোধের বিষয় নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন।

(৯) ২য় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১ম পক্ষ দেশের প্রচলিত আইনে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(১০) ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিও সহায়তা করবে এবং ২য় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিও সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১১) ক্রয়কৃত গাভী/বকনার জন্য স্বীকৃত প্রাণিবীমা প্রতিষ্ঠান হতে ভবিষ্যতে বীমা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঙ) ঋণগ্রহীতা ও জেলা সমবায় অফিসারের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করত: ঋণগ্রহিতার নামীয় ব্যাংক হিসাবে একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে ঋণের অর্থ প্রদান করতে হবে।

চ) গৃহীত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাভী/বকনা ৫০% শংকর জাত হতে হবে। ওজন হবে ১৪০-১৬০ কেজির মধ্যে।

ছ) প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী সময়ে নতুন সদস্যভুক্তির পর জেলা সমবায় অফিসার ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

১১। ঋণ আদায় প্রক্রিয়া : ক) ব্যক্তি সদস্যের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১২ (বারো) মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হতে মাসিক ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে ঋণের আসল পরিশোধ করতে হবে।

খ) আদায়কৃত ঋণের টাকা "দুগ্ধ সমবায় উন্নয়ন আবর্তক তহবিল" শিরোনামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে জমা করা হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, সমিতিতে নিয়োগকৃত ফ্যাসিলিটেটর ও এলএফএআই সহ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে দেশের প্রচলিত আইনে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। সার্ভিস চার্জ আদায় ও ব্যবহার : ক) ঋণ গ্রহণকারী সদস্যগণ ঋণের কিস্তি পরিশোধকালে গৃহীত ঋণের উপর বার্ষিক ৪% হারে সার্ভিস চার্জ এককালীন পরিশোধ করবেন। গৃহীত ঋণের ১ম কিস্তির সাথে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হবে। আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ হতে অফিস ও জনবলসহ পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হবে এবং অবশিষ্ট টাকা তহবিল সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হবে।

খ) আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ "দুগ্ধ সমবায় সার্ভিস চার্জ তহবিল" শিরোনামে উপজেলা ও জেলা সমবায় অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব খুলে সংরক্ষণ করা হবে।

গ) যথাযথভাবে আদায় সাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ হতে মূলত সমিতিতে কর্মরত ফ্যাসিলিটেটর ও এলএফএআইদের মাসিক বেতন সাকুল্যে- ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং মাসিক বেতনের সমপরিমাণ বৎসরে দুটি উৎসব ভাতা, উপজেলা সমবায় অফিসারের সম্মানী মাসিক-১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা ও জেলা সমবায় অফিসারের সম্মানী মাসিক- ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে আবশ্যকীয় সমিতি পরিচালনা ব্যয় বাবদ মাসিক সর্বোচ্চ-৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা ব্যয় করা যাবে। ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ফ্যাসিলিটেটর, এলএফএআই ও অন্যান্য কর্মচারীগণ মাসিক ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা যাতায়াত ভাতা পাবেন। প্রকৃত বিল দাখিলের প্রেক্ষিতে এ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

এছাড়া তহবিলের অর্থ সংকুলান সাপেক্ষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমিতির অফিস ভাড়া বাবদ মাসিক সর্বোচ্চ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। উল্লেখ্য সকল ব্যয় যথাযথ প্রমানক সংরক্ষণ সাপেক্ষে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

উল্লিখিত ব্যয়ের অর্থ উপজেলা সমবায় অফিসারের সুপারিশের ভিত্তিতে (ক্ষেএমতে) জেলা সমবায় অফিসার অনুমোদন করবেন।

এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের জন্য ঋণ সহায়তা গ্রহণকারী সমিতির ক্ষেত্রেও সার্ভিস চার্জের হার হবে ৪%।

ঘ) ঋণ গ্রহীতা সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনাদায়ী ঋণের উপর অতিরিক্ত ১% জরিমানা হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত পরিশোধিত জরিমানার অর্থ 'দুগ্ধ সমবায় উন্নয়ন আবর্তক তহবিল' এ জমা প্রদান করতে হবে।

ঙ) চলমান ঋণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় কোন মামলার উদ্ভব হলে

তৎসংক্রান্ত ব্যয় আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ হতে নির্বাহ করা যাবে। আইনগত ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রমানক ভাউচার/রশিদ সংরক্ষন করতে হবে।

১৩। পুনঃঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ উপকারভোগী সদস্য যথাযথভাবে ঋণ ও সার্ভিস চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে পুনরায় ঋণ গ্রহণের যোগ্য হবেন। তবে দুইবার আবর্তক ঋণ গ্রহণের পর বিশেষ বিবেচনা ব্যতিত ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

(খ) আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ

১। "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পভুক্ত এলাকায় গঠিত ১০০টি সমবায় সমিতির চলমান ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলায় "দুগ্ধ সমবায় উন্নয়ন আবর্তক তহবিল" শিরোনামে একটি করে ব্যাংক হিসাব থাকবে। অনুরূপভাবে ঋণের আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ জমার জন্য "দুগ্ধ সমবায় সার্ভিস চার্জ তহবিল" শিরোনামে পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকবে। উক্ত ব্যাংক হিসাবসমূহ উপজেলা ও জেলা সমবায় অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

২। আর্বতক তহবিলের উৎস হবে "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প এর সমুদয় সম্পদ সহায়তা তহবিল। প্রকল্পের সমুদয় সম্পদ সহায়তা তহবিল ও সার্ভিস চার্জ উল্লেখিত দুটি ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরিত হবে।

৩। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থ পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট সমিতিতে ব্যবহৃত হবে। তবে দুগ্ধ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সফলতার লক্ষ্যে অধিকতর সম্ভাবনাময় এলাকায় তহবিল স্থানান্তর করা যাবে।

৪। প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী সময়ে তহবিল পরিচালনা কার্যক্রমসহ চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার নিমিত্তে পরিচালিত কার্যক্রম স্ব স্ব বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধকগণ ও সদর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা পরিবীক্ষণ করবে।

(গ) প্রকল্পভুক্ত কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রকল্প সমাপ্তির পরে প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত আগ্রহী ফ্যাসিলিটেটর ও এলএফএআইগণ উপযুক্ততার ভিত্তিতে নতুনভাবে সমিতির চাকুরিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হতে পারেন এবং আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ হতে নিয়োগপত্রে উল্লেখিত পরিমানে বেতন-ভাতা গ্রহণে অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন এবং ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফেরতযোগ্য জামানত হিসেবে জমা রাখবেন। নিয়োগকৃত ফ্যাসিলিটেটর ও এলএফএআই যৌথভাবে সমিতির শেয়ার-সঞ্চয় আদায়, রেকর্ড-পত্র লিপিবদ্ধকরণ, ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায় এবং ব্যাংকে জমাকরণ, বকনা ও গাভী দেখভাল ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবেন। অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে নিয়োগকৃত ফ্যাসিলিটেটর বা এলএফএআইকে নিয়োগকারী কর্তৃক অপসারন করা যাবে।

ফ্যাসিলিটেটর ও এলএফএআইগণের পুন:নিয়োগ প্রক্রিয়াঃ প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তীতে জেলা সমবায় অফিসার প্রকল্পে নিয়োজিত আগ্রহী ফ্যাসিলিটেটর ও এলএফএআইদের নিকট হতে আবেদন গ্রহণ করবেন। উপজেলা সমবায় অফিসারের সুপারিশে জেলা সমবায় অফিসার নিয়োগ প্রদান করবেন। তবে তাদের মধ্য থেকে আগ্রহী এবং উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন জনবল দিয়ে শূন্যপদ পুরণ করা যাবে।

শূন্য পদ পূরণঃ কোন উপজেলায় ফ্যাসিলিটেটর ও এলএফএআই এর পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসার স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদন পত্র গ্রহণ করে যাচাই বাছাই করত: জেলা সমবায় অফিসার নিয়োগ প্রদান করে পদ পূরণ করবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তী সময়ে এ প্রকল্পের বিদ্যমান ও নতুন সদস্যদেরকে রাজস্ব ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল এর আওতায় নিয়মিতভাবে গাভীর আধুনিক লালন পালন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহ স্থানীয় উপজেলার সুবিধাজনক স্থানে আয়োজন করা হবে।

(ঙ) পরিবীক্ষণঃ

১। তহবিলের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সমন্বয়ের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের মহিলা ও বিশেষ দল শাখাকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

২। স্ব স্ব বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধকগণ মাঠ পর্যায়ে ঋণ সহায়তা তহবিল কার্যক্রম নিয়মিত তদারকীর দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ সহায়তা তহবিল হতে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়সহ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার ও ঋণ তত্ত্বাবধানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ও সমবায় অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণকারী মহিলা ও বিশেষ দল শাখায় প্রেরণ করবেন। (ছক পরিশিষ্ট-ঙ)।

৩। প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী সময়ে চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নিম্নরূপ একটি পরিবীক্ষণ কমিটি থাকবে ঃ

<u>পরিবীক্ষণ কমিটিঃ</u>

(১)	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা), সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
(৫)	যুগ্মনিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)	যুগ্মনিবন্ধক (মাঃ ক্রেঃ গৃঃ মওবি দল), সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	উপনিবন্ধক (গৃহা: ম ও বি), সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

কমিটির কর্ম পরিধিঃ

- চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

- মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার কমিটির সভা অনুষ্ঠান;

কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। তহবিলের ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে তহবিলের হিসাবসমূহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনবোধে যে কোন সময়ে নিরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৫। সমবায় অধিদপ্তরের মহিলা ও বিশেষ দল শাখা অর্থ বছর শেষে তহবিলের কার্যক্রমের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

(চ) নির্দেশিকা সংশোধন ও পরিমার্জনঃ

প্রণীত নির্দেশিকা বাস্তব প্রয়োজনে পরিবীক্ষণ কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে সময়ে সময়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করা যাবে।